স্বনির্ভরতার নানা পথ

ছাদে সবজিবাগান, সুযোগ স্বনিযুক্তির

শহরে বাড়ি বা ফ্ল্যাটসংলগ্ন ব্যালকনি ও বাড়ির ছাদে জৈব চাষের প্রবণতা বাড়ছে। সেই প্রবণতা তৈরি করছে নানাবিধ কাজের সুযোগও। আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা ছোট পরিসরে জৈব চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে সেইসব কাজে শামিল হতে পারেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেষ্টপুরের পায়েল ভট্টাচার্য নিজের ছাদে জৈব বাগিচা তৈরি করেছেন, একইসঙ্গে আরও দু'টি সবজিবাগান গড়ে তোলার কাজ করছেন। উত্তর-পূর্ব কলকাতার আধুনিক, সুশিক্ষিত এই তরুণীর মতোই দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা হৈমন্তী ঘোষও ছোট জায়গায় জৈব বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে লাউ, বরবটি, বেগুন, শাক ইত্যাদি ফলাচ্ছেন। তিনি অবশ্য সেখানেই থেমে নেই। অন্যদেরও জৈব বাগিচা তৈরির জন্য উৎসাহ দেন, ফি-এর বিনিময়ে অন্যদের জৈব বাগান তৈরিও করে দেন।

শুধু পায়েল বা হৈমন্তীই নন, ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের (ডি আর সি এস সি) জৈব বাগিচা তৈরির প্রশিক্ষণ কোর্সের কো-অর্ডিনেটর সৌরভ ঘোষ জানালেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত ১০০ জন নিজেদের বাড়ির ছাদে ও ব্যালকনিতে শাকসবজির বাগান করেছেন। এঁদের বেশির-ভাগেরই বসবাস কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায়।

বাসস্থানসংলগ্ন ছোট জায়গায় শাকসবজি ফলানোর যে-প্রবণতা শুরু হয়েছিল ব্যাঙ্গালোর-সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহরে, তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে বঙ্গেও। সৌরভবাবু জানালেন, কলকাতার বহু মানুষ নিজেদের বাড়ি বা ফ্ল্যাটে ছোট জায়গায় বিষমুক্ত শাকসবজির বাগান গড়তে চেয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এক্ষেত্রে সংস্থার তরফে সরাসরি সার্ভিস প্রোভাইডারদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। এই সার্ভিস প্রোভাইডাররা ডি আর সি এস সি থেকেই জৈব বাগিচা তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন বাগান তৈরির মাধ্যমে স্বনিযুক্ত হয়েছেন। খুলে গিয়েছে জৈব বাগান তৈরির পেশাদারি পথও।

ছাদে ও অন্যান্য স্বল্প পরিসরে জৈব চাষের পদ্ধতি শিখে নিজের পরিবারের জন্য রাসায়নিক বিষমুক্ত শাকসবজি উৎপাদন তো করে নেওয়াই যায়। একটু বড় আকারের জমিতে কাজটা করা গেলে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করা যায়। এছাড়াও ছোট ছোট বাগানের ফসল একত্রিত করেও জৈব ফসল বিপণনের ব্যবসা হতে পারে। বাজারে জৈব শাকসবজির যথেষ্ট ভালো চাহিদা রয়েছে।

জৈব ছাদ-বাগিচা কী

দেশীয় বীজের মাধ্যমে ফলন। রাসায়নিক সার বা কীটনাশক না দেওয়া শস্য। আর খেতখামারের মতো বৃহৎ পরিসরে নয়, একটুকরো ছাদ বা একচিলতে বারান্দাতেই চাষ। এককথায় এগুলিই জৈব ছাদ-বাগিচার বৈশিষ্ট্য। খুব স্বাভাবিক কারণেই ছোট জায়গায় ফলানো এই শাকসবজি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক বেশি উপকারী।

পায়েল বা হৈমন্তীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন, সদিচ্ছা থাকলে বাড়ির ছাদটাতেই উচ্ছে, বেগুন, চিচিঙ্গা, লাউ, কুমড়ো, পালং, নটে শাক, লাল শাক, ধনেপাতার মতো হরেক শাকসবজি নিজেই ফলিয়ে নেওয়া যায়। রাসায়নিক বিষমুক্ত এই শাকসবজি আপনার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য করবে। বাজারে, শপিং মলে চাইলেই হাজারো সবজি মেলে, কিন্তু শরীর ও পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর রাসায়নিক

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জৈব চাষের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগী হবে সরকার

পূর্ণেন্দু বসু
মন্ত্রী, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রাম-শহর জুড়ে জৈব শাকসবজি ও অন্যান্য কৃষিজ খাদ্য উৎপাদনের এলাকা যত বাড়ে ততই মঙ্গল। সেক্ষেত্রে জৈব খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কাজের সুযোগও বাড়বে। সরাসরি জৈব ফসলের চাষ, তার বিপণন, জৈব শাকসবজি ও ফল থেকে প্রক্রিয়াজাত নানা খাদ্য তৈরির মাধ্যমে স্বনিযুক্তির ভালো সুযোগ তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে মানুষ এখন অনেক সচেতন। নাগালের মধ্যে পেলে নিশ্চয়ই তাঁরা জৈব খাদ্য কিনবেন। সরবরাহ বাড়লে পণ্যের দাম কমবে, চাহিদাও বাড়বে। তাই জৈব কৃষিকাজে আগ্রহী ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার দরকার। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যেসব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছে তার মধ্যে একটি কৃষি। আমরা আরও একটু এগিয়ে বিষমুক্ত তথা জৈব কৃষির বিস্তারের কথা ভাবতে পারি। এক্ষেত্রে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথার্থ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আমাদের দপ্তর এ বিষয়ে উদ্যোগ নেবে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৫২টি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভোকেশনাল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যায়। কৃষিও একটি ভোকেশনাল বিষয়। যাঁরা ভোকেশনাল বিষয় হিসেবে এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তাঁদের ক্ষেত্রে জৈবচাষ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যাপারে আমার দপ্তর উদ্যোগ নেবে। এক একটা আই টি আই ক্যাম্পাসে অনেকটা জমি খালি পড়ে থাকে। এই জমিগুলি এ-কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা তা নিয়ে আমরা ভাবব। জমি ছাড়া কৃষি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পূর্ণতা পায় না। তাই যেসব স্কুল এবং অন্যান্য কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ে থাকা জমি পাওয়া যাবে সেখানে জৈব কৃষির প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেবে আমার দপ্তর। আর শহরাঞ্চলে ছোট ছোট জমি বা বাড়ির ছাদে জৈব শাকসবজি চাষের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে শহরবাসীর উপকার হবে, কাজ জানা ছেলেমেয়েদের জন্য কাজের সুযোগও তৈরি হবে। উদ্যোগটি প্রশংসনীয়।

ছাদে সবজিবাগান, সুযোগ স্বনিযুক্তির বারোর পাতার পর

সার, রাসায়নিক কীটনাশক ও রং ব্যবহার করা হয়নি, এমন সবজি আদৌ সুলভ নয়। জৈব সার-কীটনাশক ব্যবহার করে শাকসবজির ফলন ভালো হয় না, ফসলের আকৃতিও ছোট ও বাঁকাচোরা হয় বলে একটা প্রচলিত ধারণা আছে। 'সম্পূর্ণ ভুল ধারণা', বললেন মহাশ্বেতা সমাজদার। 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকার সম্পাদক নিজেও একটি চমৎকার সবজিবাগান গড়েছেন দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ির ছাদে। জানালেন, তাঁর ছাদবাগানে তিন ফুটেরও বেশি দীর্ঘ চিচিঙ্গা ফলছে। এছাড়াও নিয়মিত ফলছে নানা জাতের নধর লঙ্কা, বড় আকৃতির লাউ। সেইসঙ্গে বাড়ছে হনুমানের দলের আনাগোনা। আশপাশে বাজার এলাকা থাকলেও জৈব সবজির সুস্বাদ বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট করছে তাদের।

ছাদবাগানে আগ্রহী, তা সত্ত্বেও আরও একটা প্রশ্ন নিয়ে খুবই ভাবিত হন অনেকে। তা হল, জৈব বাগান ছাদের ক্ষতি করবে না তো? তেমন কোনও সম্ভাবনাই নেই বলে জানাচ্ছেন ছাদবাগানের কারিগররা।

ছাদ-বাগিচা তৈরির প্রশিক্ষণ

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার ছাদে এবং স্বল্প আয়তন জায়গায় জৈব শাকসবজি ফলানোর প্রশিক্ষণ দেয়। ডি আর সি এস সি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটি গ্রামাঞ্চলের নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। শহরাঞ্চলের মানুষকে জৈব বাগান তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা এঁদের এক নতুন উদ্যোগ। যাঁরা নিজে হাতে নিজের বাড়িতে জৈব বাগান গড়ে তুলতে আগ্রহী তাঁরা তো বটেই, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিষেবা দান করার লক্ষ্য নিয়েও এই স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণটি নিতে পারেন। এই ব্যস্ততার যুগে ইচ্ছে থাকলেও সময় বের করে নিজের হাতে বাগান তৈরি ও তার পরিচর্যা করার মতো সময় বেশিরভাগেরই নেই। প্রশিক্ষিতরা কাজটা করে দিতে পারেন নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। সৌরভবাবু জানালেন, পরিষেবা প্রদানকারী বা সার্ভিস প্রোভাইডারদের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৮-য় অন্তত ১০০জন সার্ভিস প্রোভাইডার তৈরি করতে চায় ডি আর সি এস সি। পেশাদারের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য জৈব বাগিচা গড়ার বিষয়টিকে তারা স্কুলের ভোকেশনাল স্তরে অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়েছে।

এক মাসের প্রশিক্ষণ। ফি ১,০০০ টাকা। প্রশিক্ষিতদের সঙ্গে ডি আর সি এস সি যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরও প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য-পরামর্শ পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের বাধা নেই।

কাজের সুযোগ

ডি আর সি এস সি-র সচিব অর্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় জানালেন, কলকাতা ও শহরতলির বসতবাড়িগুলিতে জৈব শাকসবজি চাষের প্রবণতা বাড়লে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ হবে। দূষণমুক্ত খাদ্যের সরবরাহ বাড়বে, পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমে যাবে, বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য কাজের সুযোগও তৈরি হবে।

ছাদে ও অন্যান্য স্বল্প পরিসরে জৈব চাষের পদ্ধতি শিখে নিজের পরিবারের জন্য রাসায়নিক বিষমুক্ত শাকসবজি উৎপাদন তো করে নেওয়াই যায়। একটু বড় আকারের জমিতে কাজটা করা গেলে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করা যায়। এছাড়াও ছোট ছোট বাগানের ফসল একত্রিত করেও জৈব ফসল বিপণনের ব্যবসা হতে পারে। বাজারে জৈব শাকসবজির যথেষ্ট ভালো চাহিদা রয়েছে।

এর পাশাপাশি, জৈব বাগান তৈরির ক্ষেত্রে সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে স্বনিযুক্তির সুযোগ রয়েছে। রয়েছে শাকসবজির দেশি বীজ, জৈব সার ও কীটনাশক, বাগান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অন্য নানা সরঞ্জামের ব্যবসার সুযোগ। নার্সারি তৈরি করে জৈব সবজির চারা বিক্রি করা যায়। বাগানের নকশা তৈরি করে দিতে পারেন ফি-এর বিনিময়ে।

ছাদে, ছোট পরিসরে জৈব বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। ফোন: ২৪৪২-৭৩১১, ৯৪৩২০-১৩২৪৮। ই-মেল: drcscskill@gmail.com